بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

গীবত ও গীবতকারীর পরিণতি

ইসলাম ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বিনষ্টকারী সমুদয় কর্ম হ'তে বিরত থাকতে সকলকে তাগীদ দিয়েছে। সমাজে যেসব বিষয়ে ফাটল ধরাতে এবং ঐক্যের সুরম্য প্রাসাদকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিতে সক্ষম এমন বিষয়গুলির অন্যতম হ'ল পরনিন্দা বা 'গীবত'। এর মাধ্যমেই শয়তান সমাজে ফাটল ধরিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ'। [সূরা হুমাযাহ, ১] কুরআন ও হাদীছে এই আচরণ সম্পর্কে বিভিন্নভাবে সর্তক করা হয়েছে।

গীবত-এর সংজ্ঞাঃ 'গীবত' অর্থ বিনা প্রয়োজনে কোন ব্যক্তির দোষ অপরের নিকটে উল্লেখ করা। ইবনুল আছীর বলেন, 'গীবত হ'ল কোন মানুষের এমন কিছু বিষয় যা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করা, যা সে অপছন্দ করে, যদিও তা তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে'। এসব সংজ্ঞা মুলতঃ হাদীছ হ'তে নেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) গীবতের পরিচয় দিয়ে বলেন, 'গীবত হ'ল তোমার ভাইয়ের এমন আচরণ বর্ণনা করা, যা সে খারাপ জানে'।[১]

গীবত করার পরিণামঃ গীবত কবীরা গুণাহ্র অন্তর্ভূক্ত। গীবতের পাপ সূদ অপেক্ষা বড়; বরং হাদীছে গীবতকে বড় সুদ বলা হয়েছে [সহীহ আত্ তারগীব] রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আয়েশা (রাঃ) ছাফিইয়া (রাঃ)-এর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার জন্য ছাফিইয়ার এরকম এরকম হওয়াই যথেষ্ট। এর দ্বারা তিনি ছাফিইয়ার বেঁটে সাইজ বুঝাতে চেয়েছিলেন। এতদশ্রবণে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'হে আয়েশা! তুমি এমন কথা বললে, যদি তা সাগরের পানির সঙ্গে মিশানো যেত তবে তার রং তা বদলে দিত'।[২]

---

[১] মুসলিম, হা/১৮০৩

[২] আবুদাউদ, তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/৫১৪০; মিশকাত/৪৮৪৩।

১. গীবত জাহান্নামে শাস্তি ভোগের কারণঃ রাসুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন, 'মি'রাজ কালে আমি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখগুলি পিতলের তৈরী, তারা তা দিয়ে তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষগুলিকে ছিড়ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা হে জিবরিল? তিনি বললেন এরা তারাই যারা মানুষের গোশত খেত এবং তাদের ইযযত-আবরু বিনষ্ট করত'।[৩]

২. গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার শামিলঃ আল্লাহ বলেন,.

وَلاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُم بَعْضاً اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوْهُ -

'তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে, তোমাদের কেউ কি চায় যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করবে ? তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই করে থাকো'। অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, গীবত করা মৃত ব্যক্তির গোশত ভক্ষণ করার শামিল। [সূরা হুজুরাত, ১২]

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, আরবরা সফরে বের হ'লে একে অপরের খেদমত করত। আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর সাথে একজন খাদেম ছিল। (একবার সফর অবস্থায়) ঘুম থেকে তারা উভয়ে জাগ্রত হয়ে দেখেন যে, তাদের খাদেম তাদের জন্য খানা প্রস্তুত করেনি, তখন তাঁরা পরস্পরকে বললেন, দেখ এই ব্যক্তিটি বাড়ীর ঘুমের ন্যায় ঘুমাচ্ছে (অর্থাৎ এমনভাবে নিদ্রায় বিভোর যে, মনে হচ্ছে সে বাড়ীতেই রয়েছে, সফরে নয়)। অতঃপর তারা তাকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন, রাসুল (ছাঃ) এর কাছে যাও এবং বল আবুবকর ও ওমর আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং আপনার কাছে তরকারী চেয়ে পাঠিয়েছেন (নাস্তা খাওয়ার জন্য)। লোকটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গেলে তিনি বললেন, তারাতো তরকারী খেয়েছে তখন তারা বিস্মিত হ'লেন এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলছেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা আপনার নিকটে এসে লোক পাঠালাম তরকারী তলব করে, অথচ আপনি বলেছেন,

[৩] আবুদাউদ, মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ছহীহ।

আমরা তরকারী খেয়েছি ? তখন নবী করীম (ছ্ঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের (খাদেমের) গোশত খেয়েছ। কসম ঐ সত্তার! যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই আমি ঐ খাদেমটির গোশত তোমাদের সামনের দাঁতের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। তারা বললেন, (হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা তলব করুক)। আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।[৪]

قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ كُنَّا عِنْدَا لِنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ أَىْ غَابَ عَنِ الْمَجْلِسِ) فَوَقَعَ فِيْهِ رَجُلٌ مِّنْ بَعْدَهِ فَقَالَ وَمِمَّ أَتَخَلَّلُ وَمَا أَ كَلْتُ لَحْمًا قَالَ إِنَّكَ أَكَلْتَ لَحْمَ أَخِيْكَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, (একদা) আমরা নবী করীম(ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। এমতাস্থায় একজন ব্যক্তি উঠে চলে গেল। তার প্রস্থানের পর একজন তার সমালোচনা করল। তখন রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার দাঁত খিলাল কর। লোকটি বলল, কি কারণে দাঁত খিলাল করব ? আমিতো কোন গোশত ভক্ষণ করিনি। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুমি তোমার ভাইয়ের গোশত ভক্ষন করেছ' অর্থাৎ 'গীবত' করেছ।[৫]

গীবত কবরে শাস্তি ভোগের অন্যতম কারণঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে তাদেরকে তেমন বড় কোন অপরাধে শাস্তি দেওয়া হচ্ছেনা (যা পালন করা তাদের পক্ষে কষ্টকর ছিল)। এদের একজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, চুগলখোরী করার কারণে এবং অন্যজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে পেশাবের ব্যাপারে অসতর্কতার কারণে।[৬] অপর হাদীছে চুগোলখোরীর পরিবর্তে গীবত করার কথা উল্লেখ রয়েছে।[৭]

---

[৪] দ্রঃ আমাসিক আলায়কা লিসানাকা (কুয়েতঃ ১ম সংস্করণ ১৯৯৭ইং),

[৫] ত্বাবারানী, ইবনু আবী শায়বা, হাদীছ ছহীহ দ্রঃ গায়াতুল মারাম হা/৪২৮।

[৬] বুখারী, মুসলিম, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫৭।

[৭] আহমাদ প্রভৃতি, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬০ 'পবিত্রতা' অধ্যায়।